রাজনৈতিক ভূগোলের প্রকৃতি ও আলোচনা পরিধি
(Nature and Scope of Political Geography)

বিগত অর্ধশতক ধরে রাজনৈতিক ভূগোলের আলোচনা পরিধির বিবর্তনে বিভিন্ন রাজনৈতিক-ভৌগোলিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। 1935 সালে Richard Hartshorne প্রথম রাজনৈতিক ভূগোলের আলোচনা পরিধির একটি রূপরেখা তৈরী করেন। চারের দশকের প্রথম দিকে রাজনৈতিক-ভৌগোলিক চিন্তাধারা ও বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী প্রধান গুরুত্ব লাভ করে। এই অধ্যায়ে রাজনৈতিক ভূগোলের আলোচনা পরিধি, তিনটে দর্শনগোষ্ঠীর চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

❑ রাজনৈতিক ভূগোলের আলোচনা পরিধি (Scope of Political Geography) :

রিটার, র‍্যাটজেল, হার্টশোন প্রমুখ ধ্রুপদী ভৌগোলিকদের গবেষণার মাধ্যমে রাজনৈতিক ভূগোলের আলোচনার পরিধি সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেই মতের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য অর্জিত হয় নি। কারণ এই বিষয়ের বিকাশ কোথাও কেন্দ্রীভূত আকারে হয় নি। 1912 সালে আমেরিকায় Bowman এর The New world-এ রাজনৈতিক ভূগোলের প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এখানে বিজ্ঞান রূপে রাজনৈতিক ভূগোলের কোন তাত্ত্বিক আলোচনা নেই এখানে কেবল নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা রয়েছে।

রাজনৈতিক ভূগোলের আলোচনা পরিধি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে হার্টশোন দেখেন যে, ব্রিটিশ ও আমেরিকান ভূগোলবিদ্‌গণ রাজনৈতিক ভূগোলের আলোচনা পরিধির কোন সুস্পষ্ট ভিত্তি প্রদান করেন নি। তাঁর মতে আঞ্চলিকভাবে সুস্পষ্ট কোন স্থানের রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ রাজনৈতিক ভূগোলের অন্তর্ভূক্ত। তিনি রাজনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তুকে প্রধান তিনটি বিভাগে এবং ছটি উপবিভাগে বিভক্ত করেন। এগুলি হল —

1. রাষ্ট্রের বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণ (Descriptive analysis of the state) :

(ক) সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ।

(খ) রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গঠনের বিশ্লেষণ।

2. বর্তমান অঞ্চলের বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা (Interpretation of the present area) :

(ক) কেন্দ্রস্থল এবং প্রধান সীমানা অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক।

(খ) নির্দিষ্ট রাজ্যসীমার পরিবর্তনের দিক ও বৈশিষ্ট্য।

3. বর্তমান নির্দিষ্ট রাজ্যসীমা নির্ধারণ এবং তার সমস্যা (Appraisal of the present territorial area and its problems) :

(ক) প্রাকৃতিক অথবা সাংস্কৃতিক ভূমিরূপযুক্ত অঞ্চলের সামঞ্জস্যের মাত্রা বা নির্দিষ্ট জনসংখ্যা অঞ্চলের সামঞ্জস্যের মাত্রা।

(খ) ঐক্য ও বৈচিত্র্যের রূপভেদ।

Scanned with CamScanner

প্রথম আমেরিকান ভৌগোলিক Derwent Whittlesey রাজনৈতিক ভূগোলকে শিখন ও গবেষণার কাজে শিক্ষা-মূলক বিষয়রূপে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসেন। তিনি বলেন রাজনৈতিক ভূগোলের সর্বজনবিদিত কোন দৃষ্টিভঙ্গী যেমন নেই তেমনি বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন সামঞ্জস্যও নেই। তিনি তাঁর পুস্তক 'The Earth and the State'-এ রাজনৈতিক অঞ্চলের বিভিন্ন উপাদানের যে রূপরেখা দিয়েছেন তাঁর সংক্ষেপিত রূপ দেওয়া হল —

1. ইকুমেন ও এর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক গঠন।
2. ইকুমেন-এর উপাদান এবং তার সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক।
3. সমস্যাপূর্ণ অঞ্চল এবং সংঘর্ষ অঞ্চল।
4. রাজধানী — কেন্দ্রীয়, প্রান্তীয় ও উপরাজধানী।
5. সীমানা — প্রাকৃতিকভাবে চিহ্নিত, পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী।
6. জোট অঞ্চল এবং জোট নির্ভরশীলতা — নিরবচ্ছিন্ন বা পৃথকীকৃত, পৃথকীকরণের বৈশিষ্ট্য, সাংস্কৃতিক গঠন এবং প্রধান অঞ্চলের উপর নির্ভরতার মাত্রা।

পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে সমস্ত মতামত বা লেখা প্রকাশিত হয় তাদের ভিতরে বিশাল পার্থক্য দেখা যায়। এই সকল বৈচিত্র্যপূর্ণ মতামতের সংক্ষিপ্তসার হিসাবে G.T. Renner তিনটে দর্শনগোষ্ঠীর চিন্তাধারা ব্যক্ত করেন। যেমন — রাজনৈতিক ভূমিরূপ বিষয়ক দর্শনগোষ্ঠী, রাজনৈতিক-বাস্তু সংস্থানিক দর্শনগোষ্ঠীর চিন্তাধারা, জৈববাদে বিশ্বাসী দর্শনগোষ্ঠীর চিন্তাধারা । এসম্পর্কে আলোচনা পরে রয়েছে।

চারের দশকের শেষে সাত জন আমেরিকান ভৌগোলিকদের একটি কমিটি (Richard Hartshorne, S.B. Jones, George Kiss, J.O.M. Brock, R. Platt, Proudfoot ও S.V. Valkenburg) রাজনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। S.B. Jones তাঁর রাজনৈতিক ভূগোলের Unified field theory তে দাবি করেছেন যে এখানে রাজনৈতিক ভূগোলের লক্ষ্য এবং পদ্ধতির বৈচিত্র্য অনেকাংশে হ্রাস করতে পেরেছেন। তিনি তাঁর তত্ত্বকে একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছেন।

রাজনৈতিক ধারণা ⟶ সিদ্ধান্ত ⟶ আন্দোলন ⟶ ক্ষেত্র ⟶ রাজনৈতিক অঞ্চল।

এছাড়া মাত্রিক বিপ্লব ও মূলক চিন্তাধারা রাজনৈতিক ভূগোলে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দেয়। এটি 'কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গী' নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে রাজনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি যথেষ্ট প্রসারিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, নির্বাচন ভূগোল, শহুরে রাজনীতির ভৌগোলিক বিষয় সমূহ, জন প্রশাসনিক ভূগোল প্রভৃত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। 1972 সালে Pounds বলেন রাজনৈতিক ভূগোল নিম্নলিখিত ছটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। যেমন —

1. রাষ্ট্র ও জাতির ভৌগোলিক সমাপতন।
2. মানুষের কল্যাণকর কাজের জন্য রাষ্ট্র দ্বারা সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা।
3. জনসমাজের সামাজিক সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক।
4. জোট রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিন্যাস এবং বন্টনের উপর তাদের নির্ভরশীলতা।
5. ব্যবসা ও বাণিজ্য।
6. জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও সচেতনতা।

❑ রাজনৈতিক ভূগোলে বিভিন্ন দর্শনগোষ্ঠীর চিন্তাধারা (Schools of Politico-geographical thought) :

আমেরিকান রাজনৈতিক ভূগোলবিদ্দের রাজনৈতিক ভৌগোলিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্তসার হিসাবে G.T. Renner রাজনৈতিক ভূগোলের ভিন্নধর্মী তিনটি দর্শনগোষ্ঠীর চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। যেমন —

Scanned with CamScanner

(I) রাজনৈতিক ভূমিরূপ বিষয়ক দর্শনগোষ্ঠীর চিন্তাধারা (Political Landscape school) : এই দর্শনগোষ্ঠীর মতানুযায়ী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভূমিরূপের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন আকার, আকৃতি, জনসংখ্যার পার্থক্য, সীমান্ত এলাকা এবং সীমানা প্রভৃতির অধ্যয়নকে রাজনৈতিক ভূগোল বলে। এই দর্শনগোষ্ঠীর আলোচনায় রাজনৈতিক ভূগোলের আলোচনায় যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলি হল

1. নির্দিষ্ট এলাকা (The Area) :
   a) অবস্থান, আকার এবং প্রতিরূপ, b) কেন্দ্রক অঞ্চল এবং মূল অংশ, c) রাজনৈতিক উপবিভাজন — স্থানীয়, উপ-প্রাদেশিক ও প্রাদেশিক।

2. আভ্যন্তরীণ বিন্যাস (The internal pattern) :
   a) বৈসাদৃশ্য — জাতি, ধর্ম, ভাষা, দল এবং রাজনৈতিক ভাবাবেগ ও অন্যান্য।
   b) বিতরণ — ভোটাধিকার, লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব ও অন্যান্য।

3. প্রান্তীয় উপাদান (Terminal Elements) :
   a) সীমানা এবং বাহ্যিকরূপ
      i) পরিবর্তনশীলতার প্রকৃতি, ii) অন্তরক ও বহিস্ক, iii) বিতর্কিত অঞ্চল।
   b) সীমান্ত এলাকা
      i) প্রতিরক্ষা কেন্দ্রিক অবস্থান, ii) সৈনিকাবৃত ও সৈনিকহীন অঞ্চল, iii) কারবার বা আমদানি-রপ্তানিতে বাধা।

4. বাহ্যিক বিন্যাস (The external pattern) :
   a) আন্তর্জাতিক দলবাজি, b) ঔপনিবেশিক বিন্যাস, c) অন্যান্য ঘটনাসমূহ।

(II) রাজনৈতিক-বাস্তুসংস্থানিক দর্শনগোষ্ঠীর চিন্তাধারা (Political ecology school) : এই দর্শনগোষ্ঠীর অনুগামীগণ আবার রাষ্ট্রের আয়তন অপেক্ষা মানব দলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য হল বাস্তুসংস্থানিক সম্পর্কের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে উপলব্ধি করা এবং মানুষ কিভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও সংগঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে তার বিশ্লেষণ করা। সেজন্য রাজনৈতিক ভূগোল বলতে মানবিক বাস্তুসংস্থানের রাজনৈতিক পর্যায়কে বোঝায়। রাজনৈতিক ভূগোল নিম্নলিখিত উপাদান নিয়ে গঠিত।

1. মানবীয় দল (The Human Group) :
   a) উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, b) বর্তমান জাতি অঞ্চল, c) অঞ্চল ও তার অবস্থান, আয়তন, সম্পদ সজ্জা, স্থানিক বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ সীমা এবং ঐতিহাসিক অধ্যায়।

2. অর্থনীতি (The Economy) :
   a) ব্যবহৃত সম্পদের বিন্যাস — শিল্প সমূহ এবং শিল্পজাত সম্পদ, উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতি, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সম্পদের বাণিজ্য, b) সামাজিক আচরণ এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, c) জাতীয়তার গঠন — সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য পৃথকীকরণ।

3. অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণের জন্য সামঞ্জস্য (Adjustments for Controlling the Area) :
   a) জাতীয় শাসনসংক্রান্ত বিন্যাস, b) আঞ্চলিক শাসন সংক্রান্ত বিন্যাস, c) স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বিন্যাস

4. সীমানা চিহ্নিত করার জন্য সামঞ্জস্য (Adjustment in Boundary Delimitation) :
   a) পরিবেশগত নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে সম্পর্ক, b) বিতর্কিত বিষয়।

Scanned with CamScanner

5. **বাহ্যিক সামঞ্জস্য (External adjustment) :**

a) **আন্তর্জাতিক শাসন-সংক্রান্ত বিন্যাস**

i) কমনওয়েলথ অফ্ নেশনস, ii) জোট রাষ্ট্র, iii) জাতি সংঘ

b) **অন্তর্দেশীয় বিন্যাস**

i) উপনিবেশ, ii) আইনগত আদেশ এবং আশ্রিত রাজ্য, iii) দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ-বোধার্থ তাদের মধ্যস্থলে স্থাপিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং নিরপেক্ষ বলয়।

c) **অভিক্ষেপিত কার্যসমূহ**

i) শান্তি পরিকল্পনা, ii) বাণিজ্য প্রকল্প, iii) যুদ্ধ পরিকল্পনা, iv) অন্যান্য

(III) জৈববাদে বিশ্বাসী দর্শনগোষ্ঠীর চিন্তাধারা (Organismic school) : তৃতীয় দর্শন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ভূগোলবিদরা জৈব রাষ্ট্রের ধারণায় বিশ্বাসী। তাঁরা রাষ্ট্রকে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় এক অঙ্গের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁদের মতে রাষ্ট্র হল এক ভূ-রাজনৈতিক অঙ্গ। Ratzel, Kjellen এবং Houshofer প্রমুখ রাজনৈতিক ভূগোলবিদ রাষ্ট্রকে অঙ্গের সাথে তুলনা করেছেন। এই দর্শন গোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ভূগোলের আলোচনা পরিধি সম্পর্কে Renner-এর ধারণাটি দেওয়া হল —

1. **অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (Physical properties of the Area) :**

a) অবস্থান, b) আকার, c) আকৃতি, d) ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্য, e) প্রাকৃতিক সম্পদ।

2. **জনসমাজ (The people) :**

a) জাতি এবং জাতি ভিত্তিক দল, b) জনসংখ্যা — সংখ্যা, বন্টন ও ঘনত্ব, c) সংস্কৃতি — এর মূল উপাদান, d) অর্থনীতি, e) সরকার

3. **রাজনৈতিক অঞ্চলের গঠন (The anatomy of the Political Area) :**

a) রাজধানী, b) কেন্দ্রক অঞ্চল, c) নির্দিষ্ট রাজ্য, d) সীমানা, e) বাফ্যার অঞ্চল, f) উপনিবেশ, g) সম্প্রসারিত রাজ্য

4. **সুসংহত জনসমাজ অঞ্চল (The Intergated Population Area) :**

a) বৃদ্ধি ও প্রসারের ধারা নথিভুক্তকরণ, b) জনসংখ্যার প্রধান প্রবণতার ধারা

c) জাতীয় প্রকল্প ঃ- i) শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিকীকরণ, ii) উপস্থাপিত উপনিবেশ, iii) বিজয় এবং লুণ্ঠন

d) **জাতীয় পরিকল্পনা ঃ-** i) বাণিজ্য প্রকল্প, ii) মিলিটারি কূটকৌশল, iii) বৈদেশিক নীতি।

রাষ্ট্রের অধ্যয়নে জৈববাদের ধারণাটি একটি বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তর্ভূক্ত। ভৌগোলিক বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণা কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা, জাতিগত ও সামাজিক পরিমন্ডল, নির্দিষ্ট সরকার, প্রাতিষ্ঠানিক নীতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে।

উপরোক্ত তিনটে ভিন্ন মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ভূগোলের আলোচনা পরিধির বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

❑ রাজনৈতিক ভূগোলের অধ্যয়নে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী (Approaches to the study of Political Geography) :

রাজনৈতিক ভূগোলের অধ্যয়নে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে। Richard Hartshorne রাজনৈতিক ভূগোলের অধ্যয়নে চারটে সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেছেন। এগুলি হল —

1. **শক্তি বিশ্লেষণকারী দৃষ্টিভঙ্গী (Power analysis approach) :** রাষ্ট্রের শক্তি কোন রাজনৈতিক অঞ্চলের

Scanned with CamScanner

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। Richard Muir রাষ্ট্রের শক্তিতে ছ'টি উপাদানভুক্ত দলে বিভক্ত করেন যার মধ্যে প্রথম তিনটে ভৌগোলিক। এগুলি হল—

i) প্রাকৃতিক শক্তি, ii) জনসংখ্যা সম্পর্কিত শক্তি, iii) অর্থনৈতিক শক্তি, iv) সাংগঠনিক শক্তি, v) মিলিটারি শক্তি, vi) বাহ্যিক শক্তি।

অনেকেই রাষ্ট্রের শক্তি পরিমাপের চেষ্টা করেছেন কিন্তু কেউ সেভাবে সফল হন নি। তবে জাতীয় শক্তির পরিমাপের জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, যেমন — অঞ্চলটির আয়তন, জনসংখ্যা, ইস্পাত উৎপাদন, স্থূল জাতীয় উৎপাদন ইত্যাদি। এই দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য ভৌগোলিক নয় এমন সব গবেষকদের নিকটই বেশী জনপ্রিয়। তাঁরা রাজনৈতিক এককের শক্তি এবং তাদের সঙ্গে অন্যান্য এককের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন। ভৌগোলিক S.B. Cohen বলেছেন রাষ্ট্রের শক্তি নির্ধারণে স্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সঞ্চালন (পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা) কাঁচামাল, জনসংখ্যা, রাজনীতি ইত্যাদি বিচার্য বিষয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে Richard Muir -এর পর্যবেক্ষণ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন যেহেতু শক্তি বলতে রাষ্ট্রের শক্তির তুলনা বোঝায় তাই দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা এটি রাজনৈতিক ভূগোলের শাখাকে বোঝায়। সেজন্য বলা হয় যে, এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গী নয় আবার রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভূগোলের প্রয়োজনীয় বিষয়ও নয়।

2. **ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী (Historical approach) :** 1950 সালে আমেরিকান ভৌগোলিক সংঘের সভাপতির ভাষণে Richard Hartshorne এই দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত রাষ্ট্রের বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনাই এই দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্দেশ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভূমিরূপের অতীত ও বর্তমানকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। Whittlessey জাতি রাষ্ট্র হিসাবে ফ্রান্সের বিবর্তনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করেন। তিনি 'ile de France' একটি রাজনৈতিক অস্তিত্ব থেকে বর্তমান ফ্রান্সের বিবর্তনের অধ্যায়কে চিহ্নিত করেছিলেন।

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশ্বব্যাপী ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের স্থানিক বিবর্তনে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহৃত হলেও ইজরায়েল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান প্রভৃতি বেশীর ভাগ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় নি। তাই রাজনৈতিক ভূগোলের আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর কার্যকারিতা সম্পর্কে Hartshorne যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। তাঁর মতে বর্তমান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক-ভৌগোলিক মূল্যায়নে এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ খুব বেশী করা যায়নি।

3. **অঙ্গসংস্থানিক দৃষ্টিভঙ্গী (Morphological Approach) :** রাজনৈতিক ভূগোল অধ্যয়নের চারটে দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এটি প্রাচীনতম। তিনের দশকের শেষদিকে Hartshorne ও Whittlesey এই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করেছিলেন। রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে জার্মানদের লেখার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভাবন করেন। Hartshorne-এর মতে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ভৌগোলিক বস্তু হিসাবে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠনের বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের বাহ্যিক গঠন বলতে অবস্থান, আকতি, আকার এবং সীমানা ইত্যাদি বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে স্বাভাবিক অঞ্চল, সাংস্কৃতিক অঞ্চল, বিভিন্ন ধরণের অধিবাসীযুক্ত অঞ্চল, রাজধানী অবস্থান প্রভৃতি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গঠন হিসাবে পরিচিত।

S.B. Cohen-এর মতে এই দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক অঞ্চলের বিন্যাস ও গঠনের অধ্যয়নে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বিন্যাস বলতে রাজনৈতিক এককের সংগঠন দ্বারা গঠিত পর্যায়ক্রমকে বোঝায় যা অবস্থান, আকার ও আকৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে গঠন বলতে রাজনৈতিক এককের স্থানিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে বোঝায়, যেমন — জনসমাজ ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রক, রাজধানী, সীমানা প্রভৃতি। এটা স্পষ্ট যে, বিন্যাস ও গাঠনিক বৈশিষ্ট্যকে Choen রাষ্ট্রের বাহ্যিক গঠন বলেছেন এবং Hartshorne আভ্যন্তরীণ গঠন বলেছেন।

4. **কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গী (Functional Approach) :** রাজনৈতিক এককের কার্যাবলীর বিশ্লেষণ এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করা হয়। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হল বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরের বসবাসকারী জনগণকে একই সূত্রে গাঁথা। বিভিন্ন বৈচিত্র্যের অঞ্চলকে একই সূত্রে গেঁথে একটি কার্যকরী সমগ্রক সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য। Hartshorne

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভূগোল অধ্যয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভূগোলবিদদের কাছে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয় তাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন —

i) রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাকৃতিক ও মানবিক বাধাসমূহ যা এক অঞ্চলকে অন্য অঞ্চল থেকে পৃথক করে।

ii) বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনসমাজ, অর্থনৈতিক উদ্যোগ ও রাজনৈতিক আচরণের পার্থক্য এবং

iii) অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক।

Hartshorne এর মতে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক-ভৌগোলিক বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিশ্লেষণ করা হয়।

i) জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্র, রাষ্ট্রের ধারণা এবং তার প্রয়োগ, কেন্দ্রমুখী এবং কেন্দ্রবহির্মুখী শক্তি, জাতির ধারণা ও কেন্দ্রক অঞ্চল।

ii) আভ্যন্তরীণ সংগঠন (আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে সরকারের রূপভেদ)

iii) **বাহ্যিক কার্যাবলী :**

ক) নির্দিষ্ট রাজ্যসীমার সম্পর্ক (সীমানা), খ) অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা, গ) রাজনৈতিক সম্পর্ক, ঘ) কূটনৈতিক সম্পর্ক।

পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কোন একটি দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভৌগোলিক বিশ্লেষণের সবিশেষ ধারণা দিতে পারে না। রাষ্ট্র তিনটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত। যেমন — নির্দিষ্ট রাজ্যসীমা, জনসম্পদ এবং সংগঠন। এগুলিই রাষ্ট্রের কার্যকরী উপাদান হিসাবে পরিচিত।

i) **নির্দিষ্ট রাজ্যসীমা ভিত্তিক উপাদান** (Territorial element) : উপাদানটির অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলি হল রাষ্ট্রের বিবর্তন, কেন্দ্রক অঞ্চল, জাতি ও রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সীমানা, রাজ্যের যে কোন বিতর্কিত বিষয়, অবস্থানের স্থানিক নিয়ন্ত্রক, আকার ও আকৃতি, প্রতিরক্ষা ও বিকাশে তাদের তাৎপর্য।

ii) **মানবীয় উপাদান** (Human element) : এগুলি হল জনসংখ্যা, জনঘনত্ব ও জনবন্টন, লিঙ্গ-অনুপাত, সাক্ষরতা, পেশাভিত্তিক গঠন, জাতিগত উপাদান—যেমন জাতি, ভাষা, ধর্ম, জনসমাজের বৈচিত্র্য এবং ঐক্য, কেন্দ্রমুখী শক্তি, জাতীয় সংহতির সমস্যা ইত্যাদি।

iii) **রাজনৈতিক সংগঠন** (Political organisation) : আঞ্চলিক ও আঞ্চলিকতাবাদ, সংবিধান, ভোট ব্যবস্থা এবং সরকারের রূপভেদ, প্রশাসনিক বিভাগ, রাজধানী শহর, যে কোন নির্ভরশীল অঞ্চল এবং তার সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, পরিচালন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি এর অন্তর্গত।

Scanned with CamScanner